রাবিতে ছাত্রলীগের রাজনীতি জমে উঠছে

রাবি প্রতিনিধি

আগামী ২৫ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সম্মেলনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতি জমে উঠছে। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগের কোন নেতাকর্মীকে ক্যাম্পাসে দেখা না গেলেও এখন আগের কমিটির সব নেতাকর্মীকে ক্যাম্পাসসহ আশপাশের এলাকায় দেখা যাচ্ছে। আওয়ামী লীগপ্রধান ও বিরোধী দলীয় নেত্রী দু'দিন রাজশাহী সফরকালে আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মেলন করার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন। কমিটিতে বড় পদ পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতারা শুরু করেছেন গ্রুপিং-লবিং। ধরনা দিচ্ছেন বড় নেতাদের কাছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালে। কয়েক দফা বৈঠকের পর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অজয় কর হেকন সাখাওয়াত হোসেন শফিককে সভাপতি এবং আহসানুল হক পিন্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি ঘোষণা করেন। তিনি এই কমিটিকে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে পূর্ণ কমিটি করার নির্দেশ দেন। কিন্তু নয় মাস পর একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাতে ছাত্রশিবিরের কর্মী রয়েছে বলে কেন্দ্রীয় নেতারা জানতে পারেন। এ কারণে ওই কমিটি তখন অনুমোদন পায়নি। পরবর্তী সময়ে অনেক জুনিয়র কর্মীকে নিয়ে কমিটি করা হয়। বাদ পড়ে যায় দলের অনেক ত্যাগী নেতাকর্মী। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পর থেকেই শুরু হয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এরই জের ধরে ২০০০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সভাপতি প্রতিপক্ষ গ্রুপের হাতে প্রহৃত হন। এ ঘটনায় মামলার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় গ্রুপই ক্যাম্পাসছাড়া হয়। সুযোগ-সুবিধা সব থাকার পরও নিজেদের কোন্দলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অবস্থা দিনদিন দুর্বল হয়ে পড়ে। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের দিকে সাধারণ সম্পাদক কিছু নেতাকর্মী নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলেও সাংগঠনিক কাজকর্ম তেমন করতে পারেননি।

এরপর নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে কোন গ্রুপই ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারেনি। হঠাৎ করে দলীয় নেত্রীর ঘোষণার পর থেকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অতিমাত্রায় সাংগঠনিক হয়ে ওঠে। ঘোরাঘুরি শুরু করে প্রেসক্লাব এলাকায় এবং আওয়ামী লীগ অফিসে। শুরু হয় গ্রুপিং-লবিং।

MAR 09 2002